দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 18 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জনমানবহীন নিস্তব্ধ ক্যাম্পাস

হামিদ উল্লাহ
বিশেষ প্রতিবেদন

ক্যাম্পাসের আশপাশের ইটের রাস্তাগুলো যেখানে শিক্ষার্থীদের বাধাহীন পদচারণা ছিল সেখানে ঘাস উঠেছে বেশ লম্বা হয়েই। হবে না! দুমাস ধরে যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। মাঝখানে আগস্টের শুরুতে বাস আন্দোলনের নামে কয়েকটি মিছিল ক্যাম্পাসে মহড়া দিয়েছিল মাত্র। তাতে ঘাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা নয়। দু'একটা পাতা একটু থেতলে ছিল এই যা। পরবর্তীতে ক্যাম্পাস আবারও খালি হলে প্রকৃতি সেজেছে নিজের মতো করে। ক্যাম্পাসে গরু ছাগলও দেখা যায় না। তবে বিকেল বেলায় পাহাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শেয়াল নামে। শিয়াল ঘাস খায় না। খেলে ইটের রাস্তা এভাবে ঘাসে সবুজ হয়ে যেত না। ক্লাসরুমের তালাগুলোতেও মরিচ পড়েছে। জাতীয়াবাদী ছাত্রদলের তথ্য সম্পাদক মোশাররফ হোসেন প্রশাসনকে ক্যাম্পাসে গরু-ছাগল পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। তার মতে তাতে 'ভারতীয়' গরুর চাহিদা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। অবস্থা দেখে যে কেউ বলবে, বড় অনিশ্চয়তার দিকে এগুচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

দীর্ঘ ৩২ বছরের পথ পাড়ি দিয়ে ভরা যৌবনে এসে নানা সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের অনুকূলে ছিল না কখনো। প্রতিষ্ঠার প্রাথমিককালে 'মহা' এক পরিকল্পনা ছিল বলে জানা যায়। সম্পূর্ণ অক্সফোর্ড স্টাইল হবে। পুরো আবাসিক হবে। ক্যাম্পসকে ঘিরে গড়ে উঠবে কৃত্রিম উপশহর। তা কিছুই হয়নি। ৩৩ বছরে এসে তাই শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে বড়াই করে বলে ফক্সফোর্ড।

শিবিরের দীর্ঘ অপশাসনের অবসানের পর বছর দুয়েক ভালই চলেছিল। যদিও কয়েকটি লাশ এ সময় উপহার পেয়েছে ক্যাম্পাস। কিন্তু তাতে কি? আলোর পথে যেতে কিছু অন্ধকার তো পেরুতেই হবে। এখানেই ব্যতিক্রম। আমিনুল ইসলাম, ফারুক, মুসা, বকুল, আইয়ুব, মুশফিক কিংবা সঞ্জয় তলাপাত্রদের রক্তরঞ্জিত ক্যাম্পাস অন্ধকারের পর ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়েছে বার বার। কিন্তু একই প্রক্রিয়া রক্তে রঞ্জিত হওয়া চলবে আর কতবার?

সাম্প্রতিক সময়ের কিছু ঘটনা, ঘটনার আড়ালের ঘটনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদেরকে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। বিশেষত শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হলে প্রশাসন, শিক্ষক মহোদয়গণ অযৌক্তিকভাবে সেগুলো ফিরিয়ে দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ডিস এন্টেনার সংযোগ নেই। ডিস সংযোগের জন্যে একদিন হরতালও ডেকেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। কাজ হয়নি। বরং উল্টো হয়েছে। প্রশাসন তাদের ব্ল্যাকলিস্টেড করেছে। ফলে আন্দোলনের চাকা থেমে যায়।

জুলাই মাসের বর্ষাকালীন ছুটি অবসানের পর পহেলা আগস্ট [illegible]বিদ্যালয় খুললে শিক্ষার্থীরা নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হয়। [illegible] কর্টের এক তড়িৎ সিদ্ধান্তে ক্যাম্পাসের ভাড়া করা বাস [illegible] হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হয়। প্র[illegible] দেখায়, কৃচ্ছ্র সাধনের জন্যে এ পদক্ষেপ অপরিহার্য ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যয় হ্রাস করার জন্যে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সান্ত্বনাসূচক যুক্তি দেয় যে, এ অর্থ একাডেমিক উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের এ বক্তব্যকে পরস্পরবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে।

প্রায় ১৩শ' একর এলাকা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগই পাহাড়ি জায়গা। উঁচু টিলায় উঠানামা করতে এমনিতেই তাড়াতাড়ি ক্লান্তি আসে। তার উপর এক ফ্যাকাল্টি থেকে অন্য ফ্যাকাল্টির যে দূরত্ব তার মাঝখানে অবস্থান গোটা কয়েক পাহাড়ের। পাহাড়গুলো প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য না হয়ে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে শিক্ষার্থীদের বুকে। কারণ সময় আর শ্রম দুটোই আটকে পড়ে পাহাড়ের বাঁকে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ভর্তি ফি'র সাথে ৬শ' ৩০ টাকা বাস ভাড়া বাবদ আদায় করে। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্যের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষ্য অনুযায়ী - এ টাকার মোট পরিমাণ ৫২ লাখের কাছাকাছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী বছরে পরিবহন খাতে ব্যয় ৬০ লাখ টাকা। ছাত্রদের প্রদত্ত অর্থ ছাড়া বাকি প্রায় ৯ লাখ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিবহন খাতে ভর্তুকি হিসেবে প্রদান করতে হয়। এ ভর্তুকিটুকু অব্যাহত রেখে পরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখার জন্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলো। কিন্তু প্রশাসন বলছে অন্য কথা। তাদের মতে দুনিয়ার কোথাও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখার নজির নেই। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ সরকারকে এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, কাটা পাহাড়ের রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হলে তারা বাস সার্ভিস বন্ধ করে দেবে। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং গেইট থেকে কাটা পাহাড় দিয়ে কলাভবন যেতে ১৩/১৪ মিনিট, বিজ্ঞান ভবনে যেতে ১৮/১৯ মিনিট এবং সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটে যেতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় লাগে। আইন অনুষদ, মেডিক্যাল কিংবা বনবিদ্যা ইন্সটিটিউটে এ রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় ১ নং রেলস্টেশন থেকে আইন অনুষদ কিংবা বনবিদ্যা ইন্সটিটিউটে যেতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে বাস আন্দোলনে এসব যুক্তি জোরালোভাবে তুলে ধরেছে।

কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে, বাস সার্ভিস বন্ধ করে দিয়ে বেঁচে যাওয়া অর্থ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। ছাত্রঐক্য এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা দিন দিন সংকোচিত করা হচ্ছে তাতে ৯ লাখ টাকা একাডেমিক খাতে ব্যয় করার লোভ যুক্তিযুক্ত নয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২ কোটি টাকার বরাদ্দকৃত বাজেটের প্রায় ৭০ শতাংশ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা খাতে। ৯ শতাংশ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষাখাতে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বাস সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু গত ১১ই আগস্ট শাসকদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ হঠাৎ করেই হল দখলের রাজনীতিতে মেতে উঠে। শহরে নেতার পরিচয়ে এক গ্রুপ সদ্য কারামুক্ত আ, জ, ম নাছিরের এবং অন্য গ্রুপ কাদেরের (লুঙ্গি কাদের বলে খ্যাত)। প্রথমে চড়-থাপ্পড়, পরে কিল-ঘুসি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উভয়েরই চূড়ান্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। ড্রিম ড্রিম আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু শব্দে এ সময় ক্যাম্পাস প্রকম্পিত [illegible] উঠে। পুলিশ নির[illegible]নে চলে যায়। যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হয় চার পুলিশ। পু[illegible] জানিয়েছে অস্ত্রধারীরা বন্দুক, চাইনিজ রাইফেল, থ্রি নট [illegible] রাইফেল ব্যবহার করে। জানা যায়, এ সময় একটি গ্রুপ দুটি [illegible]-৪৭ অপর গ্রুপের দিকে তাক করলেও প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় তারা সেটা ব্যবহারে বিরত থাকে।

হঠাৎ করে ক্যাম্পাসে হানাহানি শুরু হওয়ার সুযোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। মাঝপথে থমকে দাঁড়ায় বাস আন্দোলন। এ সময় সকল ছাত্র সংগঠন একযোগে অভিযোগ করে, প্রশাসনই এরেঞ্জ করে এ ঘটনা ঘটিয়েছে যাতে বাস আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, শিক্ষার্থীদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে তিনি অভ্যস্ত নন।

পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়, অনির্দিষ্টকালের জন্যে। শিক্ষার্থীরা পাহাড়ি মৃত্তিকা ছেড়ে চলে যায় আপন নিবাসে। কিন্তু বারুদের গন্ধ যাদের নেশা ধরায় তারা ঠিকই ক্যাম্পাসের আশপাশে থেকে যায়। ক্যাম্পাসের দক্ষিণে ছাত্রলীগ কয়েক গ্রুপে বিভক্ত হয়। উত্তরে জোবরা গ্রামে শিবির। আর ফাঁকা ক্যাম্পাসে কয়েকশ' পুলিশ নেয় শক্ত অবস্থান।

সম্প্রতি এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে নগরীর বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছে তাদের অনেকে। কিন্তু এর আগের ব্যাচের ভর্তি প্রক্রিয়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোপুরি শেষ হয়নি। শিগগিরই যদি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা হয় তবে তাদের ক্লাস শুরু হবে অক্টোবরের দিকে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনগুলো বাস সার্ভিস পুনরায় চালু করার দাবিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসন তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। বাস সার্ভিস চালু করা হবে না। উভয়েই নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসাকে প্রেস্টিজ ইস্যু হিসেবে নিয়েছে।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের কিছু সন্ত্রাসী রিকশা ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত। তারাও প্রশাসনকে সহযোগিতা করছে বাস বন্ধ করে দিতে। এতে রিকশার সংখ্যা বাড়বে। ভাড়া বাড়বে, বাড়বে সন্ত্রাসীদের ট্যাক্সের পরিমাণ। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বরাবরই রিকশাওয়ালাদের কাছে প্রহৃত হবে।

এত সমস্যা, এত প্রতিকূলতার মধ্যে তবুও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে আগ্রহী। ১৯৯৮ সালের ৬ই মে শিবিরের গুলিতে ভর্তিচ্ছু আয়ুব আলী হত্যা ও নতুন আগন্তুকদের ঠেকাতে পারেনি। বরং বেড়েছে, গত বছরের চেয়ে এ বছর ভর্তিচ্ছু বেশি ছিল প্রায় দেড় হাজার। কোন সংকোচনকেই যেন তারা পাত্তা দিচ্ছে না। যেমনটি বলেছে সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র রুহুল আমিন রানা : সুযোগ-সুবিধা সংকুচিত হচ্ছে তো কি হয়েছে, সন্ত্রাস, দলাদলি, নৈরাজ্য, আর তিন বছরের সেশনজট নিয়ে আমরা তো ভালই আছি। এসব ছাড়া কি বিশ্ববিদ্যালয় চলে? সুখে থাকো হে বন্ধুরা।